شعبة توعية الجاليات بالخبر
ক্বোর'আন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌র আলোকে
ইসলামী আক্বীদাহ্ বা মৌলিক ধর্মবিশ্বাস
মূল : শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ
خذ عقيدتك
من الكتاب والسنة
تأليف : محمد بن جميل زينو
« باللغة البنغالية »
Al-Khobar Da'wa & Guidance Center - K.S.A
Under Supervision of Ministry of Islamic Affairs
Endowment Guidance & Propagation
Al-Khobar 31311 Tel: 8875444 Fax: 8824240

ইসলামী আক্বিদাহ
বা
মৌলিক ধর্মবিশ্বাস

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ রশীদ

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের সমস্ত প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম। অতঃপর, এই পুস্তিকায় আকীদা (মৌলিক বিশ্বাস) সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যেগুলির জবাব কোর’আন ও বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে জবাবের বিশুদ্ধতার প্রতি পাঠকের প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা, তাওহীদের (একত্ববাদ) বিশ্বাসই হচ্ছে মানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের ভিত্তি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দরুন মুসলিমদের উপকৃত করেন এবং তাঁরই জন্য এ ‘আমলকে খালেছ করে নেন।

মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু

প্রঃ-১। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহকে (ﷺ) বললেন, আপনি আমাকে ইসলামের পরিচয় বলে দিন।

উঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ইসলাম হল;

(১) তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই) এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল (অর্থাৎ আল্লাহ্ মুহাম্মাদকে (ﷺ) তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন)।

(২) ছালাত কায়েম করবে (অর্থাৎ বিনয়-নম্রতা ও প্রশান্তির সাথে ছালাতের আরকানগুলো আদায় করবে)।

(৩) যাকাত প্রদান করবে (যখন কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম সোনা অথবা তার সমপরিমাণ মুদ্রার মালিক হবে, তখন পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আড়াই শতাংশ যাকাত প্রদান করবে। আর মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ রয়েছে)।

(৪) রমাদান মাসে ছীয়াম পালন করবে (অর্থাৎ আহার করা, পান করা, স্ত্রীর সাথে সহবাস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ ফজর শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবে)।

(৫) এবং তুমি যদি সামর্থ্যবান হও তাহলে আল্লাহর ঘরে হজ্জ পালন করবে।

[মুসলিম]

ঈমানের ভিত্তিসমূহ

প্রঃ-১। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বললেন, আমাকে ঈমানের পরিচয় বলে দিন।

উঃ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, ঈমান হল;

(১) তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। (একথার উপর বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টিকর্তা ও সত্যিকারের মা'বূদ। তাঁর মান-সম্মানের উপযুক্ত বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী রয়েছে, সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন তুলনা নেই)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই।"

(২) তাঁর মালাইকাদের (ফেরেশতা) উপর ঈমান আনবে (তারা নূরের সৃষ্টি, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তারা সৃষ্ট, আমরা তাদের দেখতে পাই না)।

(৩) আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনবে (তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোর'আন; কোর'আন হচ্ছে তাদের রহিতকারী)।

(৪) তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনবে। (প্রথম রাসূল হলেন নূহ আলাইহিস সালাম ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)।

(৫) কিয়ামাহ্ দিবসের উপর ঈমান আনবে (পুনরুত্থান দিবস, যেদিন মানুষের হিসাব-নিকাশের জন্য তাদের পুনর্জীবিত করা হবে)।

(৬) এবং ভাল-মন্দসহ তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে (আল্লাহ্ তা’য়ালা যা ভাগ্যে রেখেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে)।

বান্দার উপর আল্লাহর হক

প্রঃ-১। আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

উঃ আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এবং অন্য কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার না করি। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা’আলার নিম্নোক্ত বাণী,

“এবং আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” (সূরা জারিয়া, ৫১ : ৫৬ আয়াত)

রাসূলের (ﷺ) বাণী, ‘বান্দার উপর আল্লাহর হক্ বা দাবী হল যে, তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।’ [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-২। ইবাদতের অর্থ কি?

উঃ ইবাদতের অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত কাজ ও কথা, যেগুলি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা পছন্দ করেন। যেমনঃ দু’আ, ছালাত, বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি। ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ্ বারী তা’আলা বলেন,

“হে নবী! আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য নিবেদিত। (সূরা আন’আম, ৬ : ১৬২ আয়াত)।

[নুসুকী অর্থ– আমার জীবজন্তু কুরবানী]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা’আলা বলেন, “আমি বান্দার উপর যা কিছু ফরজ করেছি তার চেয়ে বেশী প্রিয় অন্য কিছু নেই, যা দিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হতে পারে।” [হাদীছে কুদসী, বুখারী]

প্রঃ-৩। আমরা কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করব?

উঃ আমরা আল্লাহর ইবাদত সেইভাবে করব যেভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং স্বীয় আমল নষ্ট করো না।” (সূরা মুহাম্মাদ, ৪ : ৩৩ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়।’ [মুসলিম]

প্রঃ-৪। আমরা কি ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব?

উঃ হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই ভয় এবং আশা নিয়ে নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইযযত বলেন,

“এবং তোমরা ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহ্কে ডাক।” (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৫৬ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, ‘আমি আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।’ [আবু দাউদ]

প্রঃ-৫। ইবাদতে ‘ইহসানের’ অর্থ কি?

উঃ ইহসান হল ইবাদত করতে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা। আল্লাহ্ তা’য়ালা বলেন,

“যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ছালাতে) দণ্ডায়মান হও এবং সিজদাকারীদের মধ্যে গমনাগমন কর।” (সূরা শু’আরা ২৬ : ২১৮-২১৯ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘ইহসান হল, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।’ [মুসলিম]

তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ ও উহার ফলাফল

প্রঃ-৬। আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত রাসূলদের কেন প্রেরণ করেছিলেন?

উঃ আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযত রাসূলদের একমাত্র তাঁর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করার জন্য এবং আল্লাহর সাথে যাবতীয় শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকে।” (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬ আয়াত)

(আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষ যার ইবাদত করে এবং ডাকে; আর যে এ কাজে রাজী খুশি থাকে তাকে তাগুত বলে)।

আর রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘নবীরা একে অপরের ভাই ও তাদের সবার দ্বীন এক।’ [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-৭। রবের একত্ববাদ অর্থ কি?

উঃ রবের একত্ববাদের অর্থ হল, আল্লাহকে তাঁর কাজে একক হিসাবে মান্য করা। যেমনঃ সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, ব্যবস্থাপনা করা ও অন্যান্য কার্যসমূহ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের রব।” (সূরা ফাতিহা, ১ : ২ আয়াত)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও যমীনের রব।’ [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-৮। মা’বুদের একত্ববাদের অর্থ কি?

উঃ মা’বুদের একত্ববাদের অর্থ হল- সমস্ত ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে নেয়া । যেমনঃ দু’আ করা, যবেহ করা, নযর (মানত) করা, ছালাত আদায় করা, সবকাজে তাঁর উপর আশা ও ভরসা করা, সব বিষয়ে তাঁকেই ভয় করা এবং যাবতীয় কাজে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

"এবং তোমাদের মা'বুদ এক। পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকারের আর কোন মা'বুদ নেই। (সূরা বাকারাহ্, ২ : ১৬৩ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা সর্বপ্রথম যে বস্তুর দিকে দাওয়াত দিবে, তা আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই বলে স্বাক্ষ্য দান হওয়া উচিত।' [বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী শরীফে অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, 'একথার দিকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেয়।'

প্রঃ-৯। আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ অর্থ কি?

উঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মজীদে নিজের যে সমস্ত উত্তম গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূল (ﷺ) বিশুদ্ধ হাদীছে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলো যথার্থভাবে মেনে নেয়া। এর মধ্যে তা'বীল (বিকৃতি), তজসীম (দেহের সাথে তুলনা), তমছীল (সাদৃশ্য), তা'তীল (অস্বীকৃতি) এবং তকঈফ (ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয়)– এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে না। যেমনড় ইসতেওয়া (আরশে সমাসীন হওয়া), নুজুল (আল্লাহ্ তা'আলার অবতরণ), হাত ইত্যাদি গুণাবলীকে সেভাবে মেনে নেয়া, যেভাবে আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী হয়। আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু বলেন,

"কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শু'রা, ৪২ : ১১ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলা প্রতি রাত্রে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন।’ [মুসলিম]

প্রঃ-১০। আল্লাহ্পাক কোথায় আছেন?

উঃ আল্লাহ তা’আলা আসমানসমূহের উর্ধ্বে আরশের উপর আছেন। আল্লাহতা’আলা বলেন,

“রহমান (পরমদাতা) আরশে সমাসীন হলেন।” (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫ আয়াত)

(ইসতোওয়া অর্থাৎ, উর্ধ্বে ও উপরে উঠলেন। যেভাবে বুখারী শরীফে তাবেঈনদের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং নবীজী (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলা সৃষ্টিরাজিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাব লেখেন। আর কিতাবটি আল্লাহর নিকট আরশের উপর লিখিত)।’ [বুখারী]

প্রঃ-১১। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কি আমাদের সাথে আছেন?

উঃ আল্লাহ্ তাঁর শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও তাঁর জ্ঞান অনুসারে আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ তা’য়ালার বাণী,

“তোমরা ভয় করো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের কথা শুনছি ও দেখছি।” (সূরা ত্বহা, ২০ : ৪৬ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা সামী (সর্বশ্রোতা)-কে ডাকছো । যিনি তোমাদের নিকটবর্তী আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান অনুসারে) ।' [মুসলিম]

প্রঃ-১২। তাওহীদের ফলাফল কি?

উঃ তাওহীদের ফলাফল হচ্ছে আখিরাতে সর্বকালের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করা, দুনিয়াতে হিদায়েত লাভ এবং গুনাহ্ থেকে মার্জনা লাভ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"যারা ঈমান আনল এবং স্বীয় ঈমানকে যুলমের (শির্ক) সাথে মিশ্রিত করল না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।" (সূরা আন'আম, ৬ : ৮২ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর উপর বান্দার হক হল যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করে না।' [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-১৩। আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী কি?

উঃ আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীমের নিকট 'আমল কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত আছে;

(১) **আল্লাহ্ ও তাঁর তাওহীদের উপর ঈমান আনা :** আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের উপভোগের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।" (সূরা কাহাফ, ১৮ : ১০৭ আয়াত)

আর নবীজী (ﷺ) বলেছেন, ‘তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি; আর এর উপর অটল থাক।’ [মুসলিম]

(২) **ইখলাস ঃ** উহা হচ্ছে, লোক দেখানো বা শুনানো ব্যতিরেকে খালেছ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমল করা। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা’আলা বলেন, “এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেছ করে।” (সূরা যুমার, ৩৯ : ২ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (বাযযার ও অন্যান্যরা, ছহীহ্ হাদীছ)।

(৩) **রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করাঃ** আল্লাহতা’আলা বলেন, “রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশর ৫৯ : ৭ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যা আমাদের শরীয়তে নেই, সে আমল গ্রহণযোগ্য নয়।’ [মুসলিম]

শিরকে আকবর (বড় শির্ক) ও উহার শ্রেণী বিভাগ

প্রঃ-১। শিরকে আকবর বা বড় শিরক কি?

উঃ শিরকে আকবর হল গাইরুল্লাহর নামে ইবাদত করা। যেমনু দু'আ করা, যবেহ করা, ইত্যাদি। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"এবং তুমি গাইরুল্লাহকে ডেকো না, যা তোমার লাভ ও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না; আর যদি তা কর তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্গত।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৬ আয়াত)

রাসূলে (ﷺ) এর বাণী, 'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।' [মুসলিম]

প্রঃ-২। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কি?

উঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল শিরকে আকবর বা বড় শিরক। এর প্রমাণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বাণী *[লুক্মান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন],*

"হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয়ই শির্ক হল মহা অত্যাচার।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ১২ আয়াত)

আর যখন রাসূলকে (ﷺ) জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন গুনাহ্ সবচেয়ে বড়? তখন তিনি বললেন, 'তা হল যে, তুমি আল্লাহর

জন্য কোন অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথচ তিনি (আল্লাহ্) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-৩। বর্তমান উম্মতের মধ্যে কি শিরক বিদ্যমান আছে?

উঃ হ্যাঁ; বর্তমান উম্মতের মধ্যেও শির্ক বিদ্যমান আছে। এর প্রমাণ আল্লাহতা'আলার বাণী,

"এবং তারা অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তবে তারা তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করে।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৬ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে না মিলবে এবং দেব-দেবতার পূজা না করবে।' [তিরমিযী, ছহীহ্]

প্রঃ-৪। মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের আহ্বান করা কি?

উঃ তাদের আহ্বান করা শিরকে আকবর বা বড় শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে আহ্বান করো না, অন্যথায় তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৩ আয়াত)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহবান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' [বুখারী]

প্রঃ-৫। দু'আ কি 'ইবাদত?

উঃ হ্যাঁ; দু'আ হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"এবং তোমার রব (প্রতিপালক) বলেন যে, তোমরা আমাকেই ডাক, আমি তোমাদের ডাক কবুল করব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির, ৪০ : ৬০ আয়াত)।

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'দুআ-ই হচ্ছে ইবাদত।' [তিরমিযী, ছহীহ্]

প্রঃ-৬। মৃতেরা কি ডাক শুনে?

উঃ না তারা শুনে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"আর যারা কবরে আছে তাদের আপনি শুনাতে পারবেন না।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ২২ আয়াত)

আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ক্বলীবে বদরের (যে কূপে বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ ফেলা হয়েছিল) কিনারায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমরা কি তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য পেয়েছো?' অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা বলছি তারা এখন তা শুনতে পাচ্ছে।' উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) তো একথা বলেছেন যে, তারা এখন জানতে পারছে যে আমি তাদেরকে যা বলতাম তা সত্য। অতঃপর পাঠ

করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না।' (সূরা নামল, ২৭ : ৮০ আয়াত)

হাদীছ বর্ণনাকারী কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে (উক্ত কাফিরদের) ধমক দিবার, হেয় প্রতিপন্ন করার অনুশোচিত ও লজ্জিত করার জন্য জীবিত করে রাসূলের কথা শুনান। [বুখারী]

এ হাদীছ থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়-

১। নিহত মুশরিকদের শুনাটা এ সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী, 'নিশ্চয়ই তারা এখন শুনছে।' এর মর্মার্থ হল, তারা এরপর আর শুনবে না । যেভাবে হাদীছ বর্ণনাকারী কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্, তা'আলা তাদেরকে ধমক দিবার ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য জীবিত করে রাসূলের কথা শুনান।

২। ইবনে উমরের (রাঃ) রিওয়ায়েতকে আয়িশা (রাঃ) অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে, রাসূল একথা বলেননি যে, তারা এখন শুনছে। এরপর প্রমাণ স্বরূপ তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না। (সূরা নামল, ২৭ : ৮০ আয়াত)।

৩। ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়িশা (রাঃ) এই দুইজনের বর্ণনায় এরূপে মিল দেয়া যেতে পারে, আসলে মৃত ব্যক্তিরা কক্ষণও শুনতে পারে না, যেভাবে পবিত্র কোরআন ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের দ্বারা মু'জিযা স্বরূপ নিহত

মুশরিকদের জীবিত করেছেন যাতে তারা শুনতে পায়, যেভাবে হাদীছ বর্ণনাকারী কাতাদাহ্ (রাঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

প্রঃ-৭। আমরা কি মৃতদের কাছে অথবা অনুপস্থিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব?

উঃ আমরা মৃতদের কাছে অথবা অনুপস্থিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"এবং তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তারা পুনঃ উত্থিত হবে। (সূরা নাহল, ১৬ : ২০ আয়াত)।

"যখন তোমরা স্বীয় রবের (প্রতিপালক) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করলেন।" (সূরা আনফাল, ৮ : ৯ আয়াত)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! আমি তোমার করুণা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করি।' [তিরমিযী, হাসান ছহীহ্]

প্রঃ-৮। গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া কি জায়েয আছে?

উঃ জায়েয নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

“আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।” (সূরা ফাতিহা, ১ : ৫ আয়াত)।

আর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, ‘তুমি যখন চাইবে তখন আল্লাহর কাছে চাইবে, আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কছে চাইবে।’ [তিরমিযী, হাসান ছহীহ]

প্রঃ-৯। আমরা কি জীবিতদের কাছে সাহায্য চাইব?

উঃ হ্যাঁ, যে সমস্ত বিষয়ে তারা সামর্থ্য রাখে (সে সমস্ত বিষয়ে তাদের কাছে সাহায্য চাইব)। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“আর তোমরা নেক কাজ ও আল্লাহ্ ভীরুতায় একে অপরকে সাহায্য কর।” (সূরা মায়িদা, ৫ : ২ আয়াত)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।’ [মুসলিম]

প্রঃ-১০। গাইরুল্লাহর জন্য নযর (মানত) মানা কি জায়েয আছে?

উঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নামে নযর (মানত) দেয়া জায়েয নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা’আলার বাণী,

“হে আমার রব! আমার পেটে যা আছে তা মুক্ত করে তোমার জন্য নযর (মানত) মানলাম।” (সূরা আল ইমরান, ৩ : ৩৫ আয়াত)

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) বাণী, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুসরণ করতে নযর মানল, সে যেন আল্লাহর অনুসরণ করে এবং যে

ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করতে নযর (মানত) মানল, সে যেন আল্লাহর নাফরমানী (অবাধ্যতাচরণ) না করে ।' [বুখারী]

প্রঃ-১১। গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা কি জায়েয?

উঃ না, জায়েয নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তাআ'লার বাণী,

"অতএব আপনি স্বীয় রবের (প্রতিপালক) জন্য সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।" (সূরা কাউসার, ১০৮ : ২ আয়াত)

আর নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত দেন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করে।' [মুসলিম]

প্রঃ-১২। আমরা কি কবর তাওয়াফ করব, যাতে এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি?

উঃ কাবাঘর ব্যতীত আর কিছুর তাওয়াফ করব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"আর তারা যেন পুরাতন ঘরের (কাবা ঘর) তাওয়াফ করে।" (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৯ আয়াত)

আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সাত চক্রের মাধ্যমে তাওয়াফ সম্পাদন করে এবং দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করল, সে যেন একটি গোলাম আজাদ করল।' [ইবনে মাজাহ্, ছহীহ্]

প্রঃ-১৩। যাদু সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কি?

উঃ যাদু হচ্ছে কুফরী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।" (সূরা বাক্বারা, ২ : ১০২ আয়াত)

আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু করা থেকে......(শেষ পর্যন্ত)।' [মুসলিম]

প্রঃ-১৪। আমরা কি ইলমে গায়েবের দাবীদার ও গণক, হস্তরেখাবিদদের কথাকে সত্য প্রতিপাদন করব?

উঃ আমরা তাদের সত্যতা প্রতিপাদন করব না। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"(হে নবী! আপনি) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনের অদৃশ্যের খবর আর কেউ জানে না।" (সূরা নামল, ২৭ : ৬৫ আয়াত)

আর নবী কারীম (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলমে গায়েবের দাবীদার অথবা গণক, হস্তরেখাবিদদের কাছে গমন করে আর সে যা বলে তার সত্যতা প্রতিপাদন করল, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।' [আহমদ, ছহীহ]

প্রঃ-১৫। কেউ কি গায়েবের খবর জানে?

উঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

“এবং তাঁরই (আল্লাহ্) নিকট গায়েবের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।” (সূরা আন’আম, ৬ : ৫৯ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না।’ [তবারাণী, হাসান]

প্রঃ-১৬। ইসলাম বিরোধী বিধি-বিধান প্রবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কি?

উঃ জায়েয এবং সঠিক ধারণা রেখে ইসলাম বিরোধী বিধি-বিধান প্রবর্তন করা কুফরী। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“আর যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা শাসনব্যবস্থা জারী করল না, তারা কাফির।” (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪ আয়াত)

আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যতক্ষণ শাসকেরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে না এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বেছে নিবে না, আল্লাহ্ তা’আলা তাদের মধ্যে মতভেদ ঢেলে দিবেন।’ [ইবনে মাজাহ্]

প্রঃ-১৭। আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উঃ যখন তোমাদের মধ্যে কাউকে শয়তান উক্ত প্রশ্ন নিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়, তখন যেন সে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

"আর যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা ফুছছিলাত, ৪১ : ৩৬ আয়াত)।

আর আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, 'আমরা শয়তানের চক্রান্ত প্রতিহত করে বলব, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনলাম। আল্লাহ্ এক, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন। আর তাঁর সমতূল্য কেউ নেই। অতঃপর তিন বার বাম দিকে থুথু ফেলবে ও আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ ধরণের দুশ্চিন্তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এ 'আমলটুকু তার নিকট থেকে এ ধরণের কুমন্ত্রণা দূর করে দিবে।' [বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ]

একথা বলা ওয়াজিব যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা আর তিনি সৃষ্ট নন। এ কথাটি বোধগম্য হওয়ার জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলব যে, দুই সংখ্যাটির আগে এক আছে কিন্তু একের আগে কিছু নেই। এভাবে আল্লাহ হলেন এক, তাঁর আগে আর কিছু নেই।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ্! আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই নেই।' [মুসলিম]

প্রঃ-১৮। ইসলামের পূর্বে মুশরিকদের 'আকীদাহ্ (মৌলিক বিশ্বাস) কি ছিল?

উঃ তারা অলী-আউলিয়াদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও সুপারিশ করার জন্য আহ্বান করত। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন,

“আর যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ করে, তারা বলে যে আমরা তো এদের ইবাদত এই জন্য করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।” (সূরা যুমার, ৩৯ : ৩ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং তাদের লাভবানও করতে পারবে না। আর তারা বলে যে, এরা তো আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী হবে।” (সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮ আয়াত)

প্রঃ-১৯। আল্লাহর সাথে শরীক করাকে কিভাবে অস্বীকার করব?

উঃ নিম্নলিখিত বিষয়াদিকে অস্বীকৃতি জানালেই আল্লাহর সাথে শরীক করাকে অস্বীকৃতি জানানো হয় ।

১। রব (প্রতিপালক)-এর কার্যাদিতে শির্ক করা ঃ যেমন– এ ধরণের বিশ্বাস রাখা যে, এরূপ কিছু কুতুব বা অলী আছেন যারা সৃষ্টি জগত পরিচালনা করেন। অথচ আল্লাহ্ তা’আলা মুশরিকদের প্রশ্ন করে বলেন,

“এবং কে কার্য পরিচালনা করে, বস্তুতঃ তখন তারা বলবে যে, আল্লাহ্।” (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩১ আয়াত)

২। ইবাদতের মধ্যে শির্ক করা ঃ যেমন– নবী বা অলীদেরকে ডাকা। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“(হে নবী!) আপনি বলুন যে, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।” (সূরা জ্বিন, ৭২ : ২০ আয়াত)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘ডাকাই (দুআ-ই) হচ্ছে ইবাদত।’ [তিরমিযী]

৩। আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক করা ঃ এ ধরণের বিশ্বাস রাখা যে, রাসূল ও অলীরা গায়েবের (অদৃশ্যের) খবর জানেন। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত গায়েবের খবর আর কেউ জানে না।” (সূরা নামল ২৭ : ৬৫ আয়াত)

৪। সাদৃশ্য নিয়ে শির্ক করা ঃ যেমন– এ কথা বলা যে, আমি যখন আল্লাহকে ডাকি তখন কোন মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন যেমনভাবে কোন আমীর, বা কর্তাব্যক্তির কাছে যেতে হলে মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়।

এ কথাটি বলে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা দেয়া হল। আর এটা হচ্ছে শির্ক। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

“তাঁর মত কিছুই নেই।” (সূরা শু’রা, ৪২ : ১১ আয়াত)

আর এর উপর আল্লাহ্ তা’আলার নিম্নলিখিত বাণী প্রযোজ্য হয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“যদি তুমি শির্ক কর তাহলে তোমার ‘আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হবে।” (সূরা যুমার)

যখন তাওবা করে এ ধরণের বিভিন্ন পর্যায়ের শির্ককে অস্বীকৃতি জানাবে, তখনই একত্ববাদী হবে।

[হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে একত্ববাদী বানাও এবং মুশরিকদের অন্তর্গত করো না]

প্রঃ-২০। শিরকে আকবরের (বড় শিরক) ক্ষতি কি?

উঃ শিরকে আকবর সদা-সর্বদার জন্য জাহান্নামে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, তার উপর আল্লাহপাক জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।” (সূরা মায়িদা, ৫ : ৭২ আয়াত)

আর নবী (ﷺ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল সে তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ [মুসলিম]

প্রঃ-২১। শির্কের সাথে ‘আমল করা কি কোন উপকারে আসবে?

উঃ শিরকের সাথে আমল করা কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা’আলা নবীদের সম্পর্কে বলেন,

“আর যদি তারা শিরক করে, তাহলে তাদের আমল ভণ্ডুল হয়ে যাবে।” (সূরা আন’আম, ৬ : ৮৮ আয়াত)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন, “আমি শিরককারীদের শিরক থেকে একেবারে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করল, আমি তাকে এবং তার ‘আমলকে বর্জন করি।” [হাদীছে কুদসী, মুসলিম]

ছোট শির্ক ও তার প্রকারভেদ

প্রঃ-১। ছোট শির্ক কি?

উঃ ছোট শিরক হল রিয়া বা লোক দেখানো আমল। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“যে ব্যক্তি তার রবের (প্রতিপালক) সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের (প্রতিপালক) ইবাদত করতে অন্য কাউকে শরীক না করে।” (সূরা কাহাফ, ১৮ : ১১০ আয়াত)।

নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী যে বিষয়ের আশঙ্কা রাখি, তা হচ্ছে ছোট শিরক, রিয়া বা লোক দেখানো আমল।’ [মুসনাদে আহমদ]

আর ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথাটি, ‘আল্লাহ্ আর অমুক ব্যক্তি যদি না হতো, আল্লাহ্ আর আপনি যা চেয়েছেন।’

নবী কারীম (ﷺ) বলেন, ‘তোমরা এরূপ বলবে না যে, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন আর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে, বরং তোমরা বলবে, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে।’ [মুসনাদে আহমদ]

প্রঃ-২। গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা কি জায়েয?

উঃ গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“(হে নবী!) তুমি বল, হ্যাঁ, আমার রবের শপথ তোমরা পুনরুত্থিত হবে।” (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৭ আয়াত)।

আর নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে শিরক করল।’ [আহমদ]

অন্যত্র নবী কারীম (ﷺ) আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় যেন চুপ থাকে।’ [বুখারী ও মুসলিম]

আর কখনও নবী-অলীদের নামে শপথ করা শিরকে আকবর বা বড় শিরক হয়ে যায়। আর এটা তখনই হবে যখন শপথকারী এ ধারণা রাখবে যে, অলী ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাখেন।

প্রঃ-৩। আমরা কি আরোগ্য লাভের জন্য বালা ও তাগা পরিধান করব?

উঃ আমরা বালা ও তাগা পরিধান করবো না। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে বিমুক্ত করতে পারবে না।" (সূরা আন'আম, ৬ : ১৭ আয়াত)।

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের জন্য হাতে তাগা পরিধান করেছে। অতঃপর তিনি তাগাটি কেটে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তবে তারা তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করে।'

প্রঃ-৪। চোখের নজর থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি তাগা বা তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করব?

উঃ চোখের নজর থেকে বাঁচার জন্য আমরা তা ব্যবহার করব না। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে বিমুক্ত করতে পারবে না।" (সূরা আন'আম, ৬ : ১৭ আয়াত)।

নবীজীর (ﷺ) বাণী, 'যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে শিরক করল।' [মুসনাদে আহমাদ]

অছীলা নেয়া ও সুপারিশ প্রার্থনা করা

প্রঃ-১। কি দিয়ে আমরা আল্লাহর নিকট অছীলা নিব?

উঃ অছীলা গ্রহণ জায়েয আছে এবং না জায়েযও আছে ।

(১) জায়েয এবং কাম্য অয়ীলা ঃ উহা হচ্ছে আল্লাহর সুন্দর নাম এবং তাঁর গুণাবলী দ্বারা অছীলা নেয়া। আর নেক আমল এবং পূণ্যবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে দু'আ চেয়ে অছীলা নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"এবং আল্লাহর জন্য উত্তম নামসমূহ আছে। অতএব, তোমরা এর দ্বারা তাঁকে আহ্বান কর।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮০ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর দিকে উপলক্ষ (অছীলা) অনুসন্ধান কর।" (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৫ আয়াত)।

অর্থাৎ আল্লাহকে অনুসরণ করে ও তাঁর পছন্দনীয় আমল দ্বারা তাঁর নিকটবর্তী হও। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

রাসূল (ﷺ) বলেন, '(হে আল্লাহ্) আমি তোমার কাছে চাই তোমার ঐ সমস্ত নামের অছীলায় যার দ্বারা তুমি নিজের নামকরণ করেছ।' [আহমদ]

আর রাসুলের (ﷺ) বাণী, ঐ ছাহাবীর জন্য, যিনি রাসূলুল্লাহর জান্নাতে একই সাথে থাকতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার

উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তুমি তোমার নিজের জন্য বেশী করে সিজদার দ্বারা আমাকে সাহায্য কর (অর্থাৎ ছালাত দ্বারা, যা একটি নেক আমল)।' [মুসলিম]

এবং ঐ গুহাবাসীদের কাহিনীর ন্যায় (অছীলা করা যাবে), যারা নিজেদের নেক আমল দ্বারা অছীলা গ্রহণ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বিপদ দূরীভূত করেছিলেন।

আর আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, নবী, অলীদের প্রতি অছীলা নেয়াও জায়েজ আছে। কারণ, তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখা নেক আমলের অন্তর্গত।

(২) নিষিদ্ধ অছীলা হচ্ছে ঃ মৃতদের ডাকা এবং তাদের থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস যাচাই করা যা বর্তমান যামানায় সচরাচর চলছে। এটি হচ্ছে শিরকে আকবর বা বড় শিরক। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"এবং তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকবে না যা তোমার কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি তা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ মুশরিকদের একজন)।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৬ আয়াত)

(৩) রাসূলের (ﷺ) মর্যাদাকে উপলক্ষ করে অছীলা নেয়া ঃ

যেমন– এ কথা বলা যে, 'হে আমার রব! মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মর্যাদার অছীলায় তুমি আমাকে রোগ মুক্ত কর।' ইহা হচ্ছে বিদ'আত। কারণ, ছাহাবাগণ কেউই এরূপ অছীলা নেননি এবং

এজন্য যে উমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) জীবিত থাকাকালীন ওনার দু'আ দ্বারা অছীলা নেন, কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পর ওনার দ্বারা অছীলা নেননি।

আর এ প্রকারের অছীলা কখনও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং এটা তখন হবে যখন এ ধারণা রাখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রশাসক ও বিচারকের ন্যায় মানুষকে মাধ্যম বানানোর মুখাপেক্ষী। কেননা, এর দ্বারা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার তুলনা করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, 'আমি গাইরুল্লাহর অছীলা নিয়ে আল্লাহর নিকট চাওয়াকে অপছন্দ করি।' (দুররে মুখতার)

প্রঃ-২। সৃষ্টিকে মাধ্যম বানিয়ে দু'আ করার কি প্রয়োজন আছে?

উঃ সৃষ্টিকে মাধ্যম বানিয়ে দু'আ করার কোন প্রয়োজন নেই। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী,

"আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি তাদের বল) নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্) সন্নিকটবর্তী।" (সূরা বাকারাহ্, ২ : ১৮৬ আয়াত)

আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী জনকে ডাকছো। আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন (অর্থাৎ ইলম বা জ্ঞানের দ্বারা)।' [মুসলিম]

প্রঃ-৩। জীবিতদের কাছে দু'আ চাওয়া কি জায়েয?

উঃ হ্যাঁ, মৃতেরা ব্যতীত জীবিতের কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (ﷺ) জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় সম্বোধন করে বলেন,

"এবং তুমি নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ও মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯ আয়াত)।

তিরমিযীর এক ছহীহ্ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী কারীমের কাছে এসে বলল, আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে ভাল করে দেন।

প্রঃ-৮। রাসূলের (ﷺ) মাধ্যম কি?

রাসূলের (ﷺ) মাধ্যম হচ্ছে দ্বীন প্রচার। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন।" (সূরা মায়িদা, ৫ : ৬৭ আয়াত)।

সাহাবাদের (রাঃ) কথা, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি দ্বীন প্রচার করেছেন।" এর জবাবে নবী কারীম (ﷺ) বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।' [মুসলিম]

প্রঃ-৫। আমরা কার নিকট নবীজীর (ﷺ) সুপারিশ প্রার্থনা করব?

উঃ আমরা আল্লাহর নিকট রাসূলের (ﷺ) সুপারিশ প্রার্থনা করব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

“তুমি বল, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর জন্যই।” (সুরা যুমার, ৩৯ : ৪৭ আয়াত)

আর নবীজী (ﷺ) এক ছাহাবাকে (রাঃ) এভাবে বলার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, ‘হে আল্লাহ্! তুমি নবীকে আমার জন্য সুপারিশকারী বানাও।’ [তিরমিযী]

অন্যত্র নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, ‘আমি আমার দু’আকে ঐ সমস্ত লোকের সুপারিশ করার জন্য লুকিয়ে রেখেছি যারা আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।’ [মুসলিম]

প্রঃ- ৬। আমরা কি জীবিতদের কাছ থেকে সুপারিশ চাইতে পারি?

উঃ আমরা পার্থিব বিষয়ে জীবিতদের কাছ থেকে সুপারিশ চাইতে পারি। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“যে ব্যক্তি নেক কাজের সুপারিশ করবে সে ব্যক্তির জন্য তার একটি অংশ থাকবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে, সে তার একটি ভার বহন করবে।” (সূরা নিসা, ৪ : ৮৫ আয়াত)

নবীজী (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে।’ [আবু দাউদ]

প্রঃ-৭। আমরা কি নবীর (ﷺ) প্রশংসার বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জণ করব?

উঃ আমরা নবীজীর (ﷺ) প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জণ করব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"তুমি বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী এসেছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক ও অদ্বিতীয়।" (সূরা কাহাফ, ১৮ : ১১০ আয়াত)

আর নবী (ﷺ) বলেন, 'তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জণ করো না, যেভাবে খৃষ্টানেরা ঈসার (আলাইহিস সালাম) প্রশংসায় অতিরঞ্জণ করেছে। আমি একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বল।' [বুখারী]

প্রঃ-৮। সর্বপ্রথম সৃষ্টি কে?

উঃ মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলেন আদম (আঃ) এবং বস্তু জগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল কলম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"যখন তোমার রব মালাইকাদের (ফেরেস্তা) বলেছিলেন যে, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ বানাব।" (সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৭৬ আয়াত)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) বাণী, 'তোমরা সকলেই আদমের সন্তান, আর আদমকে (আঃ) মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।' [বাযযার, ছহীহ্]

নবী কারীম (ﷺ) এর অন্য আরেকটি বাণী, 'নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তা হল কলম (অর্থাৎ পানি ও আরশের পর)।' [আবু দাউদ ও তিরমিযী, ছহীহ্]

আর এরূপ যে হাদীছ "হে জাবের, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ যে বস্তুটি তেরী করেন তা হচ্ছে তোমার নবীর নূর"– এ হাদীছটি মনগড়া তৈরী ও মিথ্যা, যা কোর'আন ও সুন্নাহ্ এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির একেবারে বিপরীত। ইমাম সুয়ুতি (রঃ) বলেছেন, এ হাদীছের কোন সনদ বা সূত্র নেই। গিফারী বলেছেন, এটা মনগড়া তৈরী। আর আল্লামা আলবানী বলেছেন এ হাদীছটি বাতিল।

জিহাদ, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং শাসনব্যবস্থা

প্রঃ-১। আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি?

উঃ সামর্থ্য অনুযায়ী জান-মাল ও কথা দ্বারা জিহাদ করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"তোমরা হালকা হও আর ভারী হও, বের হয়ে পড় এবং জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।" (সূরা তাওবা, ৯ : ৪১ আয়াত)

আর নবীজী (ﷺ) বলেন, 'তোমরা জান-মাল ও ভাষার সাহায্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।' [আবূ দাউদ]

প্রঃ-২। বন্ধুত্ব কি ?

উঃ বন্ধুত্ব হচ্ছে একত্ববাদী মুমিনের ভালবাসা এবং তাদের সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু।" (সূরা তাওবা, ৯ : ৭১ আয়াত)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তির যোগান দেয়।' [মুসলিম]

প্রঃ-৩। কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাহায্য করা কি জায়েয?

উঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাহায্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের (কাফির) সাথে বন্ধুত্ব করে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা মায়িদা, ৫ : ৫১ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'নিশ্চয়ই অমুক বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয়।' [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-৪। অলী কে?

উঃ অলী হচ্ছে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু মু'মিন ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

“জেনে রেখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং মুত্তাক্বী (সংযত) হয়েছে।” (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২ আয়াত)

নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমার বন্ধু আল্লাহ্ এবং নেককার মু’মিন।’ [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-৫। মুসলিমগণ কি দিয়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে?

উঃ মুসলিমগণ কোর’আন ও বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা কর।” (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৯ আয়াত)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘অতঃপর হে মানুষেরা! জেনে রেখো, আমিও একজন মানুষ, নিকটবর্তী সময়ে আমার রবের বাণীবাহক আসবেন, আমি তার ডাকের জবাব দিব। আর আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, তার প্রথমটি আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে হিদায়েত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তাকে শক্ত করে ধরে রেখ।’ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আল্লাহর কিতাবের উপর উৎসাহ উদ্দীপনা দিলেন। ‘এবং দ্বিতীয়টি হলো আমার পরিবারের লোকজন।’ [মুসলিম]

রাসূলের (ﷺ) আরেকটি বাণী, 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্।' [মুয়াত্তা মালিক, ছহীহ]

কোর'আন ও হাদীছ অনুসারে আমল

প্রঃ-১। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফ কেন অবতীর্ণ করলেন?

উঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে অনুযায়ী আমল করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে চল।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'তোমরা কোর'আন পাঠ কর এবং সে অনুযায়ী আমল কর। আর তার দ্বারা আহার করো না।' [আহমদ]

প্রঃ-২। বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা কি?

উঃ বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"আর রাসূল তোমাদের যা দান করেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর, ৫৯ : ৭ আয়াত)

এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘তোমরা আমার সুন্নাহ্ এবং সৎপথে পরিচালিত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর এবং এর উপর দৃঢ় থাক।’ [আহমদ]

প্রঃ-৩। আমরা কি কোর’আন অনুযায়ী আমল করে হাদীছ থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হয়ে যাব ?

উঃ কোর’আন অনুযায়ী আমল করে হাদীছ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারব না। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

“আর আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে বর্ণনা করে দাও যা কিছু তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর তারা যেন অনুধাবন করে।” (সূরা নাহল, ১৬ : ৪৪ আয়াত)

এবং নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘জেনে রেখ। নিশ্চয়ই আমাকে কোরআন ও তার সাথে অনুরূপ বিষয়ও (সুন্নাহ্) দান করা হয়েছে।’ [আবু দাউদ, ছহীহ্]

প্রঃ-৪। আমরা কি কারও কথাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর অগ্রগণ্য করব?

উঃ আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর কারও কথাকে অগ্রগণ্য করব না। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা’আলার বাণী,

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রগামী হয়ো না।” (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যে সৃষ্টির কোন অনুসরণ নেই।' [আহমদ, ছহীহ্]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের উপর নাকি আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয়ে যায়, আমি তোমাদেরকে বলছি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন। আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও উমর (রাঃ) বলেছেন ।

প্রঃ-৫। আমরা যখন দ্বীনী বিষয়ে মতানৈক্যে উপনীত হই তখন কি করব?

উঃ আমরা কোরআন ও হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তাহলে তোমরা ঐ বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর অর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখ, এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠতর।" (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্।' [মুয়াত্তা মালিক]

প্রঃ-৬। আমরা কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবো?

উঃ আমরা তাঁদের অনুসরণ ও হুকুম পালন করে তাঁদেরকে ভালবাসব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

“(হে নবী!) তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাসো তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” (সূরা আল ইমরান, ৩ : ৩১ আয়াত)

নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মু’মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত মানব থেকে প্রিয় হব।’ [বুখারী ও মুসলিম]

প্রঃ-৭। আমরা কি আমল ছেড়ে দিয়ে তক্বদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকব?

উঃ আমরা আমল ছাড়বো না। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা’আলার বাণী,

“অতঃপর যা দান করে ও সংযত হয় এবং সৎ বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে, ফলতঃ অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে সহজতর করে দিব।” (সূরা লাইল, ৯২ : ৫-৭ আয়াত)

নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘তোমরা আমল করতে থাক। সবকিছুই সহজসাধ্য, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।’ [বুখারী ও মুসলিম]

নবীজি (ﷺ) বলেন, ‘সবল মু’মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু’মিন থেকে উত্তম ও পছন্দীয়। সকলের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যাতে তোমার কল্যাণ হয় তার প্রতি আসক্ত হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হবে না। অতঃপর যদি তুমি কিছু বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হও তাহলে এরূপ বলবে না, যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। বরং বলবে যে, আল্লাহ্ তা’আলা যা

ভাগ্যে রেখেছেন, তিনি যা চান তাই করেন। কেননা, যদি শব্দটি শয়তানের কার্যক্রম খুলে দেয়।' [বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, যে মু'মিনকে (ঈমানদার) আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন সে ঐ সবল মু'মিনু যে আমল করে এবং নিজ কল্যাণার্জনে সচেষ্ট থাকে। আর একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং উপায় উপকরণ গ্রহণ করে। এরপর যদি সে এমন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা তার কাছে ভাল না লাগে, তাহলে সে লজ্জিত হয় না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যা ভাগ্যে রেখেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর সম্ভবতঃ তোমরা যে বিষয়কে অপছন্দ কর প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যে বিষয়কে পছন্দ কর প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত; আর তোমরা পরিজ্ঞাত নও।" (সূরা বাক্বারাহ্)

সুন্নাহ্ ও বিদ'আত

প্রঃ-১। দ্বীনে কি বিদ'আতে হাসানাহ্ (উত্তম নব-আবিষ্কৃত বিষয়) রয়েছে?

উঃ দ্বীনে বিদ'আতে হাসানাহ্ নেই। এর প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নি'আমতসমূহ সম্পূর্ণ করে

দিলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করে দিলাম।” (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩ আয়াত)

নবীজী (ﷺ) বলেন, ‘তোমরা নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বিষয় হচ্ছে বিদ’আত, আর প্রত্যেক বিদ’আত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।’ [নাসায়ী]

প্রঃ-২। দ্বীনের মধ্যে বিদ’আত কি?

উঃ দ্বীনের মধ্যে বিদ’আত হচ্ছে এমন কাজ (আমল), যার প্রতি শরীয়ত সমর্থিত কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। আল্লাহ্ তা’আলা মুশরিকদের বিদ’আতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন,

“তাদের জন্য কি ঐরূপ অংশী উপাস্য আছে যারা তাদের জন্য এরূপ কোন দ্বীন (ধর্ম) নির্ধারিত করেছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন আদেশ করেননি।” (সূরা শু’রা, ৪২ : ২১ আয়াত)

নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছুর আবিষ্কার করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত (অগ্রহণযোগ্য)।’ [বুখারী ও মুসলিম]

বিদ’আত বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

(১) **কাফির পরিণতকারী বিদ’আত** ঃ যেমন– মৃত অথবা অনুপস্থিতদের আহ্বান করা এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। অর্থাৎ, এরূপ বলা, ‘হে আমার অমুক নেতা (পীর)! আমাকে সাহায্য কর ।’

(২) **অবৈধ বা হারামকৃত বিদ'আত ঃ** যেমন– মৃতদেরকে মাধ্যম বানিয়ে অছীলা গ্রহণ করা, কবরমুখী হয়ে ছালাত আদায় করা এবং তার জন্য নযর মানা, আর কবরের উপর সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করা ।

(৩) **মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিদ'আত ঃ** যেমন– জুমুআর ছালাতের পর জোহরের ছালাত আদায় করা, আযানের পর উচ্চ স্বরে দরুদ ও সালাম পাঠ করা।

প্রঃ-৩। ইসলামে কি সুন্নাতে হাসানাহ্ (ভাল নিয়ম) প্রচলিত আছে?

উঃ হ্যাঁ, ইসলামে সুন্নাতে হাসানাহ্ (ভাল নিয়ম) প্রচলিত আছে। যার মূল প্রমাণিত আছে (যেমন- ছাদাক্বাহ্ দেয়া)। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল নিয়মের প্রচলন করে, সে তার ছওয়াব পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী আমল করবে তাদেরও ছওয়াব সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।' [মুসলিম]

প্রঃ-৪। মুসলিমরা কখন বিজয় লাভ করবে?

উঃ যখন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ্ বাস্তবায়ন করবে, একত্ববাদের প্রচার করবে এবং সব ধরণের শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, আর তাদের শত্রুর মোকাবিলার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, আর তিনি তোমাদের দৃঢ় করে দিবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ)

আল্লাহ্ তা’আলা আরও বলেন, “আল্লাহ্ তা’আলা অঙ্গীকার করছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য প্রদান করবেন, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আধিতপত্য প্রদান করেছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন আর নিশ্চয়ই তিনি তাদের ভীতির পর শান্তি প্রত্যাবর্তিত করবেন। তারা আমারই ইবাদত করে, আমার সাথে তারা কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না।” (সূরা নূর)

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘জেনে রেখ। নিশ্চয়ই শক্তি তীরবাজির মধ্যে নিহিত।’ [মুসলিম]

মকবুল দু'আ

(১) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোন বান্দা যদি দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পতিত হয়, অতঃপর নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং এর পরিবর্তে সুখ ও শান্তি দান করবেন। দু'আটি নিম্নোক্ত,

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك اللهم بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي.

হে আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দীর (দাসী) ছেলে, আমার উপর তোমার নির্দেশ পরিচালিত, আমার উপর তোমার সিদ্ধান্ত ন্যায়পরায়ণ, আমি তোমার নিকট চাই তোমার ঐ সমস্ত নামের অছীলায়, যেগুলি দিয়ে তুমি তোমার নিজের নামকরণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে শিক্ষা দিয়েছ, অথবা ইলমে গায়েবে (অদৃশ্য জ্ঞানে) সংরক্ষিত রেখেছ, কোর'আনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি, চোখের আলো, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূরীভূতকারী বানিয়ে দাও।

(২) ইউনুসের (আঃ) দু'আ এই দু'আটি তিনি মাছের পেটে থাকাকালীন পড়েছিলেন। এই দু'আটি পাঠ করে যদি কোন মুসলিম দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন। দু'আটি এই,

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

"তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্গত।" [আহমদ, ছহীহ]

(৩) যখন নবীজী (ﷺ) দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হতেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন,

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমারই করুণা দ্বারা উদ্ধার প্রার্থনা করি। [তিরমিযী]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين